আপনি কি জানেন

- ভ্রষ্টাচারের পর্দাফাশ করার সাধারণ জনতাকে সক্ষম করে তোলা হয়েছে।
- ভ্রষ্টাচারের পর্দাফাশ করা ব্যক্তিকে অনুচিত প্রতারণা আর উৎপীড়ন থেকে সুরক্ষা প্রদান করা হবে।
- এটি হুইসলব্লোয়রদের (সচেতক) সুরক্ষাকারী ভারতের প্রথম আইন!

একে সম্ভব করে তুলেছে

- সরকারে পারদর্শীতা আর জবাবদিহীর সংস্কৃতিকে বিকশিত করা আর তার সমর্থন করার জন্যে কংগ্রেস পার্টি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- কংগ্রেস পার্টির দৃঢ় বিশ্বাস এই যে চিন্তাভাবনাকে সফল করার জন্যে হুইলব্লোয়রদের সুরক্ষা জরুরী।
- ভ্রষ্টাচার সমাপ্ত করা আর হুইসলব্লোয়িং প্রোৎসাহিত করার জন্যে কংগ্রেস পার্টির সংশোধনকারী পদক্ষেপ।

CONGRESS

হুইসলব্লোয়র সুরক্ষা আইন

- যে কোন ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীর ভ্রষ্টাচার অথবা জেনেশুনে ক্ষমতার অপব্যবহারের পর্দাফাশ করতে পারে।
- অভিযোগের ধরণের ভিত্তিতে রাজ্য/কেন্দ্রীয় স্তরের সতর্কতা আয়োগ, প্রধানমন্ত্রী/মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চ ন্যায়ালয় অথবা সংসদ/বিধান সভার সামনে প্রকাশ করা যেতে পারে।
- যদি কোন বিভাগ/কম্পানীর মুখ্যের তত্ত্বাবধানে কোন অপরাধ হয় তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হতে পারে।
- ভ্রষ্টাচারকে মেলে ধরা যে কোন ব্যক্তির পরিচিতির সুরক্ষা করা হবে (এরম করতে বিফল হলে 50,000 টাকা ক্ষতিপূরণ আর অধিকতম তিন বছরের পর্যন্তের সাজা হতে পারে)

"ভ্রষ্টাচার প্রতিটি স্তরের গভীরে পৌঁছোনো এক রোগ আর এটি সমাজের প্রতিটি বর্গকে প্রভাবিত করবে। এক পার্টি হিসাবে আমাদের একে প্রভাবশালীভাবে/কার্যকরীভাবে মোকাবিলা করার লড়াই-এর নেতৃত্ব করতে হবে। জন অভিযোগের নিবারণের জন্যে, হুইসলব্লোয়ারদের (সচেতক) সুরক্ষার জন্যে আর বড় সরকারী কেনাকাটা আর লেনদেনে পারদর্শীতা সুনিশ্চিত করার জন্যে আমরা নতুন পথান্বেষী আইন তৈরী করেছি। আগত সময়ে সুনিশ্চিত করবে যে ভ্রষ্টাচার কম হবে আর সাধারণ জনতা লাভান্বিত হবে।"

- শ্রীমতী সনীয়া গান্ধী

CONGRESS

Bengali